মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জিএম এর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) স্বদেশ কুমার ঘোষের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনিয়মসহ একাধিক অভিযোগ করে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর অভিযোগ দিয়েছেন সাধারণ গ্রাহক ও কর্মচারীরা।

অভিযোগের একটি অনুলিপি মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়েও পাঠানো হয়েছে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারীদের অভিযোগের কিছুটা সত্যাতা পাওয়া গেছে। মেহেরপুর প্রতিদিন এ সকল অভিযোগ নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছে। যেগুলো পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হবে। অভিযোগপত্র থেকে জানা গেছে, স্বদেশ কুমার ঘোষ মাগুরা পল্লী বিদ্যুতে থাকাকালীন আওয়ামী লীগ নেতা সাইফুল ইসলাম শেখরের আশ্রয় এবং প্রশ্রয়ে মাগুরাতে তিনি ত্রাসের রাজত্ব করেছেন এবং মেহেরপুরে এসে তৎকালীন জনপ্রশাসন মন্ত্রীর সাথে তাল মিলিয়ে দুর্নীতির রাজত্ব করেছেন।

বর্তমানে তিনি বিভিন্ন মিটিং মিছিলে বর্তমান সরকারের সমালোচনা করছেন এবং আওয়ামী লীগ সরকারের গুণগান করছেন যার প্রমাণ মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সকল অফিসাররা। তথাকথিত পবিস-আরইবি আন্দোলনের সময় তিনি চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর ডিসি অফিসে দলবল নিয়ে স্মারকলিপি দেন এবং আরইবির বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রশাসনকে উদ্বুদ্ধ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার সাধারণ চাষীদের নিকট হতে দুর্নীতিবাজ স্বদেশ কুমার ঘোষ গত চার মাসে অর্ধ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগকারীরা উল্লেখ করেছেন। বামুন্দি অফিস এবং গাংনী অফিসের মাধ্যমে বিনামূল্যে চাষীদের ট্রান্সফরমার দিয়ে ওই অর্থ তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন।

এজিএম জেরিন, পল্লী বিদ্যুতের ঠিকাদার তাজুল ও মোজাম্মেলের মাধ্যমে জিএম সাধারণ কৃষকের মাঝে থেকে টাকা নিতেন। এজিএম জেরিনের অপকর্মের শেষ নেই তারপরেও তাকে ইএমসি দপ্তরে রেখে জিএম সাহেব দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন।

ইতিপূর্বে তাঁর বিরুদ্ধে আরইবিতে একাধিকবার অভিযোগ গেলেও জিএম

তাঁর প্রভাব খাটিয়ে ও তদন্ত কমিটিতে ভয় দেখিয়ে সঠিকভাবে তদন্ত করতে দেননি।

গত চার মাসে বামুন্দি অফিসে ৮৫টি ট্রান্সফরমার বিনামূল্যে কৃষকের মাঝে দিলেও প্রতিটি ট্রান্সফরমার হতে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা করে এজিএম হানিফ স্যার এবং জিএম স্যার আত্মসাৎ করেছে। এজিএম হানিফ স্যার চাকরি জীবনে দুর্নীতির কারণে এর আগেও শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছে দিনাজপুর সমিতিতে আর স্বদেশ কুমার প্রতিটি সমিতিতেই দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন।

বর্তমানে ঠিকাদার তাজুল ও মোজাম্মেল, এজিএম জেরিন ও জিএম স্যার মিলে গ্রাহকের নিকট হতে অবৈধভাবে অর্থ নিয়ে অনুমোদন ব্যতী রেখে লাইন নির্মান করছে। এতে সহযোগীতা করছেন গাংনী অফিসের ডিজিএম। তিনি বর্তমানে ঢাকা পবিসে বদলী হয়েছেন।

প্রতিটি অফিসে গ্রাহক ট্রান্সফরমার ক্রয় না করলে জামানাতের টাকা নেওয়া নিষেধ থাকলেও গাংনী ও বামুন্দি অফিসের জন্য তা ছিল ব্যতিক্রম। এজিএম জেরিন এই অপকর্মগুলো নিয়ন্ত্রণ করেন।

সমিতি স্টোর হতে বিনামূল্যে কাট আওট সরবরাহ করা হলেও ঠিকাদারের মাধ্যমে প্রতিটি কাট আওট-এর জন্য কৃষকের কাছ থেকে ৫হাজার টাকা করে নেওয়া হয়। এই টাকার ভাগ পায় এজিএম জেরিন ও জিএম।

শিল্প গ্রাহক এর ক্ষেত্রে টাকা দিতে গ্রাহক অস্বীকৃতি জানালে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে বছরের পর বছর আবেদন পেন্ডিং রাখা হয় জিএম এর নির্দেশে। অথচ টাকার বিনিময়ে অনুমোদন ছাড়াই সংযোগ হচ্ছে।

সেচ নীতিমালা না মেনে সমিতিতে ট্রান্সফরমারের ঘাটতি থাকলেও টাকার বিনিময়ে ট্রান্সফরমার সরবরাহ, গাংনী জোনাল অফিসের আওতায় সেচ নীতিমালা না মেনে টাকার বিনিময়ে কমান্ডিং এরিয়ার মধ্যে সংযোগ প্রাদান করেন।

সমিতির রেস্ট হাউসে বসে মদ ও মেয়ে নিয়ে অসভ্যতা করার অভিযোগও উঠেছে জিএম এর বিরুদ্ধে। এ কাজে সহযোগিতা করেন দুই এজিএম।

মিটার ও সার্ভিস তাঁর আরইবি হতে সাপ্লাই করলেও সংশ্লিষ্ট এজিএম টাকার বিনিময়ে কাট আওট, সার্ভিস তাঁর, মিটার দিয়ে থাকেন। সমিতির নতুন সভাপতি একজন আওয়ামী লীগের দোসর হওয়ার পরও পুনরায় তাকেই পরিচালক করা হয়েছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব মোজাহিদুল ইসলাম মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ৫ আগষ্ট শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলেও গত মাস পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলে তার নাম রেখে দিয়েছিলেন জিএম। এছাড়া তিনি যোগসাজশ করে যুবলীগ নেতা পেরেশানের কাজিনকে পুনরায় সভাপতি করেছেন। যার মাধ্যমে তিনি পুরোনাদের দিয়ে পল্লী বিদ্যুৎকে চালানো চেষ্টা করছেন। এছাড়া কৃষক ও সাধারণ গ্রাহকদের যে অভিযোগ আছে তা সুষ্ঠ তদন্ত করলে সত্যতা পাওয়া যাবে তিনি মন্তব্য করেন।

তবে সকল অভিযোগ অস্বীকার করে মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) স্বদেশ কুমার ঘোষ মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, নির্বাচন আরইবি নিয়ণÍ◌্রণ করেন। এখানে আমরা শুধু দাপ্তরিক কাজ করি। তবে সরকারের নির্দেশনায় সারাদেশেও কোথাও নির্বাচন না হওয়ায় পুনরায় পুরোনা কয়েকজন সদস্য হয়েছে। তাদের ভোটেই সভাপতি নির্বাচত হয়েছেন। এছাড়া অন্যান্য অভিযোগের ব্যাপারে তিনি বলেন, ষড়যন্ত্র করে এসকল অভিযোগ করা হয়েছে বলে জানান তিনি। পূর্বের কিছূ ভুলক্রুটি হয়ে থাকলেও সামনে যাতে এগুলো না হয় সেদিকে ব্যবস্থা নিবেন বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি।

কোটচাঁদপুর পল্লীতে পানের ক্ষেতে থেকে গৃহবধূর লাশ উদ্ধার

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৮ টার সময় বাড়ি থেকে নিখোঁজ হন গৃহবধূ সালমা খাতুন (২৭) আর শুক্রবার সকালে কোটচাঁদপুরে পল্লীর বাড়ির পাশের পানের ক্ষেতে খোঁজ মিললো গৃহ বধূর মৃত দেহ। খবর পেয়ে শুক্রবার দুপুরে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ গৃহবধুর মৃত দেহ উদ্ধার করেছেন।

জানা যায়,গেল ২০ বছর আগে তরিকুল ইসলামের সঙ্গে বিয়ে হয় আমার বোন সালমা খাতুনের। দুই ছেলে মেয়ের জনক তারা। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার রাত ৭ টা বাজে। এ সময় আমার বোন সালমার মেয়ে মোবাইল করে বলেন,

তোমাদের বোন কার সঙ্গে চলে গেছে। সে সময় থেকে আমরা চিন্তিত ছিলাম। রাতে ভাল করে ঘুমও হয়নি আমাদের। শুক্রবার সকালে জানতে পারি সালমার মৃত্যুর খবর।

কমলা অভিযোগ তুলে বলেন,আমার বোনাই তরিকুল ইসলাম তাকে মেরে ফেলেছেন। বিয়ের পর থেকে বোনাই বোনকে অত্যাচার করেন। কয়েক দিন আগে ও বোন কে মারার জন্য সারা পাড়া দৌড় করিয়েছেন। আমরা তাঁর বিচার চায়। সালমা খাতুন ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডের খলসি গ্রামের মৃত হায়দার আলীর মেয়ে।

স্বামী তরিকুল ইসলাম বলেন,বিকেলে ছেলেকে নিয়ে বাজারে গিয়ে ছিলাম। এরপর রাত ৮ টার দিকে বাজার থেকে বাড়ি এসে জানতে পারলাম সে বাড়ি নাই। সে সময় আশে পাশে খোজ করি। কিন্তু না পেয়ে বাসায় ফিরে আসি।

তিনি বলেন,আমার সন্দেহ ছিল সালমা কারোর সঙ্গে চলে গেছে। কারন আমি জানতাম সে বারবাজারের একজনের সঙ্গে কথা বলেন। সে মোতাবেক শুক্রবার সকাল তাকে খোঁজ করতে বের হই বাড়ি থেকে । পরে বেলা ১১ টার সময় মোবালের মাধ্যমে জানতে পারি তাঁর মৃত্যুর সংবাদ।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর সার্কেলের (অতিরিক্ত) পুলিশ সুপার মুন্না মিয়া বলেন,দেখে তেমন কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আসলে এটা কি হত্যা না আত্মহত্যা। তবে কিসে যেন তাঁর নাক ও কান খেয়ে গেছে। তদন্ত শুরু হয়েছে, তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা সম্ভব হবে। পুলিশ তাঁর মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে জন্য কোটচাঁদপুর থানায় নিয়ে এসেছেন।

এ দিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য স্বামী তরিকুল ইসলাম কে থানায় আনা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল- মামন।

কোটচাঁদপুর পল্লীতে পানিতে

পড়ে শিশুর মৃত্যু

কোটচাঁদপুরে টিউবওয়েলের গর্তের পানিতে পড়ে আবু হুরাইরা নামের ২ বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার ঘটনা ঘটেছে সাবদারপুর গ্রামে।

জানা যায়, দুপুরের দিকে বাড়ির উঠানে খেলছিল হুরাইরা ও সহ পাটিরা। খেলতে খেলতে বল চলে যায় টিউবওয়েলের পানির গর্তে। এরপর বলটি তুলতে গিয়ে ওই গর্তের পানিতে পড়ে যায় শিশুটিও। পরে স্বজনরা পানির গর্ত থেকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে যান। তবে পথের মধ্যেই সে মারা যায় বলে জানান তিনি। হুরাইরা মশিয়ারের একমাত্র ছেলে। তবে তাঁর আরেকটি মেয়ে আছে। হুরাইরা কোটচাঁদপুর সাবদারপুর কলেজ পাড়ার মশিয়ার রহমানে ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ রাজিয়া সুলতানা (ডানা) বলেন,স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। আমরা তাঁকে মৃত অবস্থায় পেয়েছি।

কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক (এসআই), হারুন অর রশিদ বলেন,বাড়ির উঠানে খেলছিল আবু হুরাইরা (দেড় বছর)। খেলতে খেলতে হঠাৎ বলটি চলে যায় বাড়ির পাশের টিউবওয়েলের পানির গর্তে। এরপর সে ওই বল তুলতে গেলে গর্তের পানিতে পড়ে যায়।

তাঁর স্বজনরা দেখতে পেয়ে,উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার পর শিশুটির মৃত্যু হয়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ওই ঘটনায় থানায় অপমৃত্যুর মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

কোটচাঁদপুরের পল্লীতে জমি নিয়ে সংঘর্ষ ৯ জন আহত

কোটচাঁদপুরে জমি নিয়ে রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার সকালে স্থানীয় বলাবাড়িয়ার খান পাড়ার মাঠে এ সংঘর্ষ হয়।

এতে করে ৯ জন গুরুত্বর আহত হয়েছে।

জানা যায়, জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে বিবাদ চলে আসছিল দুই পক্ষের মধ্যে।আজ সোমবার সকালে ওই ঘটনা নিয়ে উভয় পক্ষ মারামারিতে জড়ায়। এতে করে উভয় পক্ষের ৯ জন গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। এ সময় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আহতদের মধ্যে গুরুতর ৪ জনকে যশোর হাসপাতালে রেফার্ড করেন। বাকিদের চিকিৎসা দিয়ে কোটচাঁদপুর ভর্তি করে দেন।

আহতদের মধ্যে রয়েছে,বলাবাড়িয়া গ্রামের আলা উদ্দিন খান(৬০),জাহাঙ্গীর হোসেন(৩৫),আলমগীর খান(২৮),শাহাজান খান (৫০),আরিফ হোসেন খান(৪০),ফিরোজ খান(৩৫),আতিয়ার খান(৪২),শাকিব খান(১৭),রোহান খান (১৪) এদের মধ্যে শাহাজান খান,রোহান খান,ফিরোজ খান ও আরিফ হোসেন খানকে যশোর হাসপাতালে রেফার্ড করেছেন,চিকিৎসক।

এলাঙ্গী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান বলেন,আলাউদ্দিন ও আলীম উদ্দিন আপন দুই ভাই। জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তাদের ভিতর বিবাদ চলছিল। এর আগে বিষয়টি আমি এক প্রকার মিমাংশও করে দিয়ে ছিলাম। এরপরও তারা এ মারামারিতে জড়িয়েছে।

তিনি বলেন, এক পক্ষের ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাদেরকে প্রথমে যশোর, পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা ও খুলনায় পাঠানো হয়েছে।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক তানভির জামান (প্রতিক) বলেন,মারামারির ঘটনায় চিকিৎসা নিতে ৮ জন আসছিল। এরমধ্যে ৪ জনের অবস্থা গুরুতর ছিল। তাদেরকে চিকিৎসা দিয়ে যশোর হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। বাকিদেরকে চিকিৎসা দিয়ে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভর্তি করা হলেও,তারা যশোর চলে গেছেন।

কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ছিলাম। জানতে পারলাম জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ওই দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ চলছিল। ঘটনাটি চেয়ারম্যান মিমাংসা করে দিয়ে ছিলেন। এরপর আজ সকালে মাঠে গিয়ে উভয় পক্ষ মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন।